بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية الدعوة والإرشاد في محافظة حوطة بني تميم

أهمية الصلاة وفضلها

নামাযের গুরত্ব ও ফজিলত

أهمية الصلاة:

নামাযের গুরুত্বঃ

*أنها فرضت فوق سبع سماوات . قصة المعراج.

*১-এটি ফরজ করা হয় সাত আসমানের উপর (মিরাজের ঘটনা তার প্রমাণ)।

*أنها ركن من أركان الدين (بني الإسلام على خمس وفيه إقامة الصلاة.....) متفق عليه

*২-এটি দ্বীনের অন্যতম একটি রুকোন।(ইসলামের রুকোন পাঁচটি, সেখানে বলা হয়েছে, নামায কায়েম করা) ।বুখারী ও মুসলিম

*أن تاركها يكون كافراً

*৩-নামায ত্যাগকারী কাফের।(একজন ব্যক্তি ও শিরক,কুফুর এর মানদন্ড হচ্ছে সালাত ত্যাগ করা।) মুসলিম।

(إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) رواه مسلم

*أن من ضيعها فهو لغيرها أضيع

*৪-যে নামায নষ্ট করলো সে অন্য কিছুও নষ্ট করতে পারে।

*وبها يحصل ذكر الله سبحانه . {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}

*৫-নামাযের মাধ্যমে মহান আল্লাহর যিকির স্বধিত হয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ " আমিই আল্লাহ আমি ব্যতিত সত্য কোন উপাস্য নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত করো, আর আমার যিকিরের জন্য নামায কায়েম করো"।

*أول ما يحاسب العبد يوم القيامة

*৬-ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে।

(أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة) السنن الكبرى للنسائي

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহিওয়া সাল্লাম বলেনঃ ' ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে'। নাসাঈ

*آخر ما يترك العبد الفريضة من العبادة . لأنه يموت ما بين الصلاة.

*৭-বান্দার জিবনের সর্ব শেষ ফরজ হচ্ছে সালাত। কেননা সে যে কোন দুই নামাযের মাঝ খানে মৃত্য বরণ করবে।

*أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة في كتابه الكريم أكثر من ٨٠ موضعاً.

*৮-মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কিতাবে কারীমে (কুরআন) এর ৮৩ জায়গায় নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন।

*وأنها راحة القلب والبدن. (أرحنا بالصلاة يا بلال.) رواه أبوداود

*৯-এটি মন শরিরের শান্তি দায়ক। ' হে বেলাল আমাকে নামাযের মাধ্যমে শান্তি দাও'।আবুদাউদ,

*أنها صلة بين العبد وربه (إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي) . مسلم

*১০-নামায বান্দা ও তার রবের মধ্যে একটি বন্ধন।' যখন বান্দা বলে সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য,তখন মহান আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে'। মুসলিম

*وبها تطمئن القلوب. ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ سورة الرعد ٢٨

*১১-ইামাযের মাধ্যমে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। " মনে রেখ আল্লাহর যিকিরে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে"। রা'আদ,২৮

*أن المواظبة عليها يدل على صلاح العبد .

*১২-নিয়মিত নামায আদায় করাটা বান্দার দিনদারিতার পরিচয়।

﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي ﴾ سورة البقرة:٢٣٨

" তোমরা নামাযসমূহ ও মধ্যবর্তি নামাযের যত্নবান হও" সূরা বাক্বারা ২৩৮

*أنها آخر وصية رسول الله ﷺ. : الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد والنسائي

*১৩-এটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্ব শেষ ওসিয়ত। ' নামাযের খেয়াল রাখবে, নামাযের খেয়াল রাখবে আর তোমাদের যারা অধিনস্ত তাদের প্রতিও'।আহমাদ ও নাসাঈ

*أن الصلاة مقدم على جميع العبادات.

*১৪-নামাযকে সকল ইবাদতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

** عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فسأله عن أفضل الأعمال فقال رسول الله ﷺ الصلاة قال ثم الصلاة قال ثم مه قال ثم الصلاة ثلاث مرات قال ثم مه قال الجهاد في سبيل الله قال فإن لي والدين فقال رسول الله ﷺ آمرك بوالديك خيرا فقال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما فقال له رسول الله ﷺ أنت أعلم . رواه أحمد وابن حبان

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত একজন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলেন এবং রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্তম আমাল সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ নামায,তার পর বললেন নামায, তার পর বললেনঃ নামায অর্থাৎ তিন বার বললেন। তার পর বললেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এর পর উনি বললেন, আমার পিতা মাতা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, যাও ভালো ভাবে পিতা মাতার দেখ-ভাল করবে। অুঃপর ঐ ব্যক্তি বললেনঃ যিনি আপনাকের সত্য নাবী করে পাঠিয়েছেন তার কসম খেয়ে বলছি, আমি এইগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করব, কখনো তা পরিত্যাগ করবনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে বিষয়ে তুমি ভালো জানো। আহমাদ ও ইবনু হিব্বান

فضائل الصلاة:

নামাযের ফজিলতঃ

١- أن من أقامها لا يكون لهم هم ولا خوف ولا يحزنون.

﴿ {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} سورة البقرة (٢٧٧)

*১- যে ব্যক্তি নামায কায়েম করবে তার কোন চিন্তা পেরেশানী, ডর-ভয় থাকবেনা। মহান আল্লাহু তায়ালা বলেনঃ " নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে বিনিময়, আর তারা কখনো ভয় করবেনা এবং চিন্তাও করবেনা"। সূরা বাক্বারা, ২৭৭

٢- أن من أقامها يصبح ولي الله سبحانه وتعالى.
{إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} سورة المائدة (٥٥)
*২- যারা নামায কায়েম করবে তারা মহান আল্লাহর ওয়ালী হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ " প্রকৃত পক্ষে তোমাদের ওয়ালী হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যারা মুমিন, যারা নামায কায়েম করে যাকাত প্রদান করে এবং তারাই হচ্ছে রুকুকারী" মায়েদাহ ৫৫

٣- أن من يحافظ عليها يكون له نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة.
عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهارون وفرعون وأبي بن خلف . رواه أحمد وابن حبان.
*৩- যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে, নামায তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আলো, প্রমাণ ও নাযাতের মাধ্যম হবে।
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর্ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের আলোচনা করেন এবং বলেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে, নামায তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আলো, প্রমাণ ও নাযাতের মাধ্যম হবে। আর যে ব্যক্তি এর হেফাজত করবে না, তার কোন আলো, প্রমাণ ও নাযাতের কোন মাধ্যম থাকবেনা, সে ক্বিয়ামতের দিন ক্বারুন, হামান, ফেরআউন ও উবাইবিন খালাফের সাথে হাশর হবে। আহমাদ ও ইবনে হিব্বান।

٤- من غدا إلى الصلاة أو راح أعد الله له نزلاً في الجنة.
(من غدا إلى المسجد أو راح ، أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح) متفق عليه
*৪- যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধায় মাসজিদে আসা যাওয়া করলো, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে আতিথেয়তার ব্যাবস্থা করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় মাসিজদে আসা যাওয়া করে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে আতিথেয়তার ব্যাবস্থা করবেন, যতবার সে আসা যাওয়া করবে। বুখারী ও মুসলিম।

٥- أن من صلاها مع الجماعة صلاة العشاء والفجر فكأنما صلى الليلة كلها.
(من صلى العشاء في جماعة ، فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة ، فكأنما صلى الليل كله) رواه مسلم
*৫- যে ব্যক্তি ইশা ও ফজর জামাতের সাথে আদায় করলো, সে যেন সারা রাত নামায আদায় করলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি ইশার নামায জামায়াতের সাথে আদায় করলো, সে যেন অর্ধ রাত্রি নফল ইবাদত করলো, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করলো, সে যেন সারা রাত নফল নামায পড়লো। মুসলিম

٦- أن الله يمحو بها جميع الذنوب.
(أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شيءٌ ؟ قالوا : لا يبقي من درنه شيءٌ ، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بهن الخطايا) متفق عليه
*৬- মহান আল্লাহ নামাযের মাধ্য সমস্ত পাপ মোচন করে দেন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ' যদি তোমাদের কাউরি বাড়ির দরজায় একটি নহর থাকে আর সে নহরে দিনে রাতে পাঁচ বার গোসর করে তাহলে কি তার শরিরে কোন ময়লা থাকবে? সাহাবাগণ বললেন, না তার শরিরে কোন ময়লা থাকতে পারে না। তিনি বললেনঃ অনরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ সমস্ত পাপ মোচন করেদেন। বুখারী ও মুসলিম

٧- صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه
*৭- একাকি নামায আদায় করার চাইতে জামাতের সাথে নামায আদায় করলে সাতাশ গুন নেকী বেশি উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ একাকি নামায আদায় করার চাইতে জামাতের সাথে নামায আদায় করলে সাতাশ গুন নেকী বেশি উত্তম। বুখারী ও মুসলিম।

٨- أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر.
﴿ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر﴾ العنكبوت: ٤٥
*৮- নামায মানুষকে অশ্লিল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ " আর নামায কায়েম কর, নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লিল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে"। সূরা, আনকাবুত ৪৫

٩- هذا سبب لدخول الجنة.
(من صلى البردين دخل الجنة) متفق عليه
*৯- নামায জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ' যে ব্যক্তি ঠান্ডার সময়ের দুটি নামায আদায় করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করলো। বুখারী ও মুসলিম।

١٠- أن من واظب عليها لم يدخل النار.
(لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) يعني الفجر والعصر. رواه مسلم
*১০- যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করলো, সে কক্ষোণই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ' ঐ ব্যক্তি কক্ষোণই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যে, সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করে'। মুসলিম।

١١- وأن من أقامها فهو في ذمة الله.
(من صلى الصبح فهو في ذمة الله (أي في حفظ الله) فانظر يا ابن آدم ، لا يطلبنك الله من ذمته شيء) رواه مسلم
*১১- যে ব্যক্তি নামায আদায় করলো সে মহান আল্লাহর যিম্মায় হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ' যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করলো সে মহান আল্লাহর যিম্মায় হয়ে গেল (আল্লাহর হেফাজতে হয়ে গেল)। সূতরাং হে বানী আদাম মনে রেখ, যে আল্লাহর যিম্মায় হয়ে যায় তার নিকট মহান আল্লাহ কোন কিছু চাইবেন না। মুসলিম।
পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের সকলকে পাক্কা ও সাচ্চা নামাযী, মুমিন ও মুত্তাক্বী হওয়ার তাওফিক দান করেন আমীন।

وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،،،،،،،،
إعداد وجمع/أفتاب الدين الحاج شمس الدين সংকলনেঃ আফতাব উদ্দীন আলহাজ্ব শামসুদ্দীন
المترجم/ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة بني تميم
অনবাদক/ ইসলামিক সেন্টার হাওতা বানী তামীম, রিয়াদ, সৌদিআরব